পাকিস্তানে বিচারবহির্ভূত হত্যা

নিরাপত্তাহীনতায় ক্যামেরাম্যান সুমরো

পাকিস্তানের করাচিতে রেঞ্জারস সদস্যদের হাতে কিশোর সরফরাজ শাহের নিহত হওয়ার দৃশ্য ধারণকারী স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরাম্যান আবদুল সালাম সুমরো চরম নিরাপত্তা হুমকিতে রয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেহমান মালিকের নির্দেশের পরও সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকেই তিনি হুমকি পাচ্ছেন। এ কারণে সুমরো আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

পাকিস্তানের জিয়ো টিভির নির্বাহী সম্পাদক হামিদ মির গতকাল বুধবার *প্রথম আলোকে* এ কথা জানান। তিনি বলেছেন, ওই কিশোরের হত্যাকাণ্ডের নির্মম দৃশ্য সুমরো প্রচার করেন এবং এর পর থেকেই হুমকি পেতে শুরু করেন। এ কারণে গত শুক্রবার ক্যামেরাম্যান সুমরো ও প্রতিবেদক জাহিদ খোকার করাচি ছেড়ে ইসলামাবাদে আসেন।

হামিদ মির জানিয়েছেন, গত শুক্রবার তিনি সংশ্লিষ্ট ক্যামেরাম্যান সুমরো ও প্রতিবেদক জাহিদ খোকারকে কয়েকজন মন্ত্রীর কাছে নিয়ে যান এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধ করেন। একই দিন পাকিস্তানের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ সুমরোকে নিরাপত্তা দিতে আদেশ দেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেহমান মালিকও নিরাপত্তা বাহিনীকে সুমরোর নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু পরের দিন ওই নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকেই তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। এ কারণে তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

হামিদ মির জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং রেঞ্জারসের প্রধান এক মেজর জেনারেলকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ক্যামেরাম্যান সুমরো নিরাপদ নন।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে হামিদ মির জানান, ক্যামেরাম্যান আবদুল সালাম সুমরো গত সপ্তাহে প্রতিবেদক জাহিদ খোকারের সঙ্গে করাচির বেনজির ভুট্টো পার্কে কাজ করছিলেন। তখন তাঁরা দেখেন, রেঞ্জারস সদস্যরা সরফরাজ শাহ্ নামের এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের কর্মকর্তাদের কাছে তাকে নিয়ে গেছেন। সরফরাজ অপর এক সাংবাদিকের ছোট ভাই। সুমরো সরফরাজের ভিডিও ধারণ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে রেঞ্জারস সদস্যরা সরফরাজের উরু ও পেটে গুলি করার পর তিনি ক্যামেরা নিয়ে সরে পড়েন। রেঞ্জারস সরফরাজকে একজন ডাকাত বলে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন যে সে এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে।

চলতি বছর সাতজন সাংবাদিককে হত্যা এবং সুমরোকে হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় সাংবাদিকেরা পাকিস্তানের পার্লামেন্টের সামনে ২৪ ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন বলে জানিয়েছেন হামিদ মির। এ কর্মসূচিতে কয়েকজন মন্ত্রীসহ সব রাজনৈতিক দল যোগ দেবে।

সাংবাদিকদের এ প্রতিবাদের কর্মসূচিতে মন্ত্রী ও সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সম্পর্কে হামিদ মির বলেছেন, 'তাঁরা এ বার্তা দিতে চান যে পাকিস্তানে সরকার থাকলেও যাঁদের অস্ত্রের ক্ষমতা আছে, প্রকৃত ক্ষমতা এখনো তাঁদেরই কাছে।'

সরকারি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে *দ্য নেশন* পত্রিকার অনলাইনে জানানো হয়েছে, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিন্ধু প্রদেশের পুলিশ মহাপরিদর্শক ফায়াজ লাঘারিকে গতকাল মঙ্গলবার তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানি রেঞ্জারদের গুলিতে নিহত হওয়ার আগে সরফরাজ খানের শেষ প্রাণভিক্ষা চাওয়া

কোনো ঘটনায় সাড়া দেব আর কোনো ভুল বিবেচনা থেকে গ্রহণ করা জনিত সমস্যা